দৈনিক সংবাদ

37

29 JUN 1998

সরকারি কলেজ শিক্ষক সংগঠনের অপপ্রয়াস

সম্প্রতি বাংলাদেশের নতুন জাতীয়করণকৃত কলেজের পেশাগত সংগঠন 'সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদে-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ অনেক গুণীজন উপস্থিত ছিলেন 'সংবাদ'-এ মর্মে একটি খবর পরিবেশন করে। বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেখা যাচ্ছে, সংগঠনটি নিজেদের সম্পর্কে যা না বলেছে তার চাইতে বিদ্বেষ প্রচার করেছে তাদেরই সগোত্রীয় আরেকটি সংগঠন বিসিএস শিক্ষা সমিতির বিরুদ্ধে। তাদের দীর্ঘ বক্তব্য, পূর্বের প্রেস কনফারেন্স, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট (বিদ্বেষপূর্ণ) স্মারকলিপি ইত্যাদি থেকে মূল যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে সংক্ষেপে তা এই (ক) তাদের সংগঠন সদস্য আত্তীকৃত শিক্ষক পিএসসি মনোনীত শিক্ষকের চাইতে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন, (খ) কলেজ জাতীয়করণের ফলে তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত সেহেতু তাদেরকে বেসরকারি আমলে অধিকৃত পদে আত্তীকৃত করতে হবে (তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকসহ), (গ) সারা বছরই কলেজ আত্তীকৃত করে যেতে হবে (হু মো এরশাদের মতো লেফট রাইট মার্কা প্রেসিডেন্ট নেই বলে আপাতত সে সুযোগ আর নেই)। এর উত্তরে বলা যায়, সচিবালয়ে দীর্ঘকাল সচিবরূপে কর্মরত ছিলেন বর্তমানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ দেশের বিদ্বৎ সমাজ জানেন, শিল্পীর আঁকা ছবিতে যার যথাযথ শিরোভূষণ 'বিশ্ববেহায়া' সেই লম্পট ও স্বৈরাচারশ্রেষ্ঠ অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী তথাকথিত রাষ্ট্রপতি এরশাদ মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মতো চাটুকার পরিবৃত হয়ে ক্ষমতার মসনদটিকে চিরস্থায়ী করার জন্য পথেঘাটে যা তা মানের কলেজ জাতীয়করণ করেছিলেন। উক্ত কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভাপতিও কিন্তু ঐ স্বৈরাচার কর্তৃক ঘোষিত একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। একদা যে বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সরকারি কলেজে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং হঠাৎ দু'একজন পরীক্ষা দিয়েও অসম্মানজনকভাবে প্রত্যাখ্যাত, কলেজ উক্ত নিয়মে সরকারিকরণের ফলে তারা কি এক রাজকন্যা ও অর্ধ রাজ্য লাভের মতো সৌভাগ্যবান নন? এর মধ্যে যারা অধিকতর যোগ্যতাহীন তারা সরাসরি উচ্চ পদে আত্তীকৃত হয়ে ফিডার পদে ৩/৪ বছর অতিক্রম করে একেবারে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে আরব্য রজনীর রোমাঞ্চকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন। আবার সেই গুণধরেরা স্নাতকোত্তর কলেজে পোস্টিং পেলে পাঠদানের অযোগ্যতার অভিযোগে উপহাস্যস্পদ/ (ছাত্রছাত্রী কর্তৃক) মিছিলের সম্মুখস্থ হন (প্রমাণ আছে কলেজের দেয়ালে/ পোস্টারে। আজ সরকারি কলেজে শিক্ষার মানের যে চূড়ান্ত অধঃপতন দেখা যাচ্ছে ২ নং সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের আবির্ভাবের পূর্বেও সে প্রশ্ন ছিল না। আর কলেজ শিক্ষক পরিষদ কলেজ জাতীয়করণের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে যেভাবে ট্রাক/বাস, মিল/কারখানার শ্রমিক সংগঠনের মতো সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে তাতে এ পেশা আর মর্যাদাপূর্ণ থাকবে না একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কলেজগুলো গ্রামে-গঞ্জে অবস্থিত বলে মানসিকতার দিক থেকে শিক্ষকমণ্ডলী গ্রাম্যই রয়ে গেছেন এবং গ্রাম্য দলাদলির মতো বিদ্বেষ প্রচারে অতি উৎসাহী হয়ে পড়ছেন। বিসিএস শিক্ষা সমিতি সরকারি কলেজ শিক্ষার মান যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ এবং অতি নিচু মানের কলেজ সরকারিকরণের ফলে ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে সত্য কথাটি বলেছিল আর এ জন্যই আত্তীকৃত কলেজ শিক্ষক পরিষদের লেগেছে আঁতে ঘা। আর নেতৃত্ব বজায় রাখার হীন মানসে যদি কাঠামো ও গুণগতমান উন্নত না করে বেসরকারি কলেজে বেতন না পাওয়া ও অযোগ্যতার জন্য সরকারি কলেজে চাকরি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয়করণকৃত কলেজে পুনর্বাসই মূল প্রতিপাদ্য হয় তবে তো আলাদা কথা। শিক্ষার পরিবেশ কাঠামোয় যা রীতিমতো অশ্লাঘ্য তাই তারা করছেন এবং এই অপপ্রয়াসের অংশ হিসেবে তারা বিদ্যাঙ্গন ছেড়ে আদালত প্রাঙ্গণকেই শ্রেয় বিবেচনা করে পরস্পর মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত। ফলাফল দু'বছর থেকে পদোন্নতি বন্ধ, সরকার বেকায়দায়। এরূপ অজস্র উদাহরণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, আজ সরকারি কলেজ সংগঠন শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যাপৃত নয়-ব্যাপৃত কাদা ছোড়াছুড়িতে। এ অবস্থার আশু সমাধান আবশ্যক।

সালেহ আহমদ রিজভী
২৫/১, গাঙ্গিনার পার
পোঃ ও জেলা-ময়মনসিংহ-২২০০।